সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট-বুক কমিটীর অনুমোদিত।

কবিতাপাঠ

প্রথম ভাগ

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত

দশম সংস্করণ

২।১, রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা,-
সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ৶০ আনা

প্রিণ্টার—শ্রীবলাইচন্দ্র দাস
"লক্ষ্মীবিলাস" প্রেস
১২ নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

কবিতাপাঠ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহার সঙ্কলন বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। এক্ষণে ইহা সাধারণের নিকট আদৃত হইলেই শ্রম সফল বোধ করি।

যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির রচনা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা।
২৮শে মার্চ্চ, ১৮৯৬।

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

প্রভাত	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	১
বড়লোক কাহাকে বলে	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২
মা	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	২
মাঠ	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	৫
বনের পাখী	রজনীকান্ত গুপ্ত	৬
উদ্যমশীলতা	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	৮
সময়	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	৮
একতা	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৯
জন্মভূমি	আনন্দচন্দ্র মিত্র	১০
'বদর বদর'	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	১৩
বর্ষারম্ভ	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	১৪
সোণার কুঠার	নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম, এ,	১৬
রাখাল	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	২০
নিষ্ঠুর বালকের প্রতি	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	২১
চাষার অহঙ্কার	শিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ,	২৩
চাঁদ	রাজকৃষ্ণ রায়	২৫
ঈশ্বর	রজনীকান্ত গুপ্ত	২৬
সুবর্ণ ও লৌহের বিবাদ	রামসুন্দর ঘটক	২৭

শিমুল ফুল ও শিশুগণ	...	কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
ছোটপাখী	...	যোগীন্দ্রনাথ সরকার ...	৩২
পারিব না	...	কালীপ্রসন্ন ঘোষ ...	৩৪
মৃণালিনী	...	বিজয়কুমার সেন বি, এ, ...	৩৫
নদী	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ...	৩৬
শিশুর সঙ্কল্প	...	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ...	৪০
শ্রম	...	দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ...	৪১
উপদেশ	...	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ...	৪২

কবিতাপাঠ।

প্রথম ভাগ।

—:০:—

প্রভাত।

পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল,
পরিমল-লোভে অলি আসিয়া যুটিল।
গগনে উঠিল রবি লোহিত-বরণ,
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।
শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর,
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

বড়লোক কাহাকে বলে।

আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।
বড় হ'য়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।
হিতাহিত না জানিয়ে মরে অহঙ্কারে,
নিজে বড় হ'তে চায়, ছোট বলি তারে।
গুণেতে হইলে বড়, বড় কবে সবে,
বড় যদি হ'তে চাও, ছোট হও তবে।

মা

মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়,
আছে কি তুলনা মোর মায়ের দয়ায়!
অসহায় বলহীন
জনমিনু যেই দিন,
নিলেন মা কোলে তুলে আদরে আমায়—
মা আমার কত ভালবাসেন আমায়!

শিশুকালে নিশিদিন ধুক্ ধুক্ বুক্,
পলে পলে শুকাইত পিপাসায় মুখ ;
তখন করুণা দানে,
সদা শত সাবধানে,
মা আমারে বাঁচালেন বুকের সুধায়—
মা আমার কত ভালবাসেন আমায়।

তখন না ছিল মোর নড়িবার বল,
অভাব হইলে কিছু কেঁদেছি কেবল ;
মাছিটি বসিলে গায়,
কাতর হ'য়েছি তায়,
সে দায় মা তারিলেন কত মমতায়—
মা আমার কত ভালবাসেন আমায় !

আমার অসুখে বুকে বিষাদ সহিয়া
কত নিশি জাগিলেন শিয়রে বসিয়া ;
কত দিন উপবাসে,
যাপিলেন অনায়াসে,
মার মত কার দুঃখ মোর যাতনায়—
মা আমার কত ভালবাসেন আমায় !

কাঁদিলে, মা ভুলাতেন কত কথা কয়ে,
হাসিলে, মা হাসিতেন কত সুখী হয়ে ;
শৈশবে সে মার কোলে
বসি' আধ আধ বোলে
শিখিনু মায়ের ভাষা—মধু মাখা যায়—
মা আমার কত ভালবাসেন আমায় !

এখনো মা কত বার মোর মুখ চান,
দেখিলে আমারে সুখী কত সুখ পান ;
যখন পড়িতে যাই,
তখনো বিরাম নাই,
দেহ তাঁর ঘরে, মন মোর পিছে ধায়—
মা আমার কত ভালবাসেন আমায় !

ধরায় কি আছে কেহ মার মত আর ?
নাহি যে তুলনা মোর মায়ের দয়ার।
জীবনে কি আমি তাঁর
শুধিতে পারিব ধার,
তত ভালবাসা দিতে পারিব কি মায় ?—
মা আমার কত ভালবাসেন আমায় !

মাঠ।

চল ভাই! মাঠে যাই, বেড়াইয়া আসি;
দেখিতে ধানের ক্ষেত বড় ভালবাসি।
পাকা পাকা শীষগুলি সোনার বরণ,
বাতাসে দুলিয়া ঢেউ খেলিছে কেমন।
সারি সারি আহা মরি আছে দাঁড়াইয়া:
নমস্কার করে যেন মাথা নোয়াইয়া,
চাহিয়া তাদের পানে কৃষকের দল,
মনে মনে হাসে, বুকে পায় কত বল!
স্বভাবের শোভা হেথা করি দরশন,
মনে বড় হয় সুখ, জুড়ায় নয়ন।
মেষের শাবকগুলি কেমন সুন্দর,
বাপ মার সঙ্গে চরে ঘাসের উপর:
নানা রঙ্গে করে খেলা নাচিয়া নাচিয়া,
জননীর পাছে ধায় ছুটিয়া ছুটিয়া।
রাখালেরা গায় গীত গাছের তলায়,
কেহ বা মধুর স্বরে বাঁশরী বাজায়;
ঘাসের শয্যায় শুয়ে কেহ ঘুম যায়,
কেহ বা আনন্দে চা'ল ছোলা ভাজা খায়।

সরল-প্রকৃতি দুঃখী কৃষক-নন্দন,
পাঁচনি লইয়া হাতে করে গোচারণ ;
মাথার উপরে শোভে সুনীল আকাশ,
ভূতলে হরিতবর্ণ কচি কচি ঘাস ;
ধীরে ধীরে বহে সুশীতল সমীরণ,
দলে দলে ওড়ে পাখী বিবিধ-বরণ।
নগরের গণ্ডগোল নাহি আসে কানে,
তাই ভাল লাগে মোর আসিতে এখানে।

বনের পাখী।

বনের পাখী, জুড়াই আঁখি
তোমার দরশনে,
সদা অবাধে, মনের সাধে,
বেড়াও বনে বনে।
মনের মত, রসাল কত,
বনের ফল খাও,
গাছের ডালে, পাতার তলে,
নাচিয়া ধীরে যাও।

আপন মনে, আপন বনে,
কর রে কত গান,
শুনিলে তাহা, জুড়ায় আহা,
সকলেরই প্রাণ।
বিজন বনে, সাথীর সনে,
স্বাধীন ভাবে রও ;
পরাণ ভ'রে, আমোদ ক'রে
কত রে সুখী হও।
ধিক্ তাহারে যে তোমারে,
অসার সুখ তরে,
কঠোর বলে, বাঁধি শিকলে,
খাঁচায় রাখে ভ'রে।
নাহিক দয়া, নাহিক মায়া,
পশুর মত সেই,
খাঁচায় রেখে কাঁদায় সুখে
বনের পাখী যেই।

উদ্যমশীলতা।

কি কারণ, ভীরু, তব মলিন বদন ?
যতন করহ, লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ ?
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে।

সময়।

বেলা নাই সন্ধ্যা হ'লো রবি অস্তে যায়,
নিশা-শেষে ভানু প্রকাশিবে পুনরায়
মধুর প্রভাত কাল আবার আসিবে,
আবার প্রভাতে পিক মধুর গাইবে।
আবার প্রভাত হ'লে বাগান-মাঝার,
কত ফুল ফুটি ঘ্রাণ করিবে বিস্তার।
আজি প্রাতে বাগানে ফুটেছে কত ফুল,
মোহিয়াছে ঘ্রাণে, প্রাণ ক'রেছে আকুল।

মলিন হয়েছে তারা, আর সে সকল
ফুটিবে না, ছুটিবে না নব পরিমল।
এইরূপ মানুষের যায় যে সময়,
আসে না কখন ফিরি আর সে সময়।
জেনে শুনে আলস্যেতে কাল কাটে যারা,
পরিণামে পরিতাপে সারা হয় তারা।
সময় যাইলে ফিরে কে পায় কোথায়,
সময় অমূল্য নিধি বিফলে না যায়।
থাকিতে সময়, কর সুকার্য্য সাধন
আলস্যে ক'রো না কেহ সময় যাপন।

একতা।

ভাল বেসে এক হয়ে থাক পরস্পর,
সবাই নির্ভর কর সবারি উপর।
হীন ব'লে কেহ কারে না করিবে দ্বেষ,
স্বদেশীয় মাঝে নাই ইতর বিশেষ।
তৃণ সব পরস্পর করিয়া মিলন,
রজ্জুর আকার যদি করয়ে ধারণ;

তার কাছে কোথা আছে দারুণ দাঁতাল ?
অনায়াসে বাঁধা যায় মাতঙ্গ মাতাল।
সেই সব তৃণ যদি ভিন্ন হয়ে রয়,
পিপীড়ারে বদ্ধ করে সাধ্য নাহি হয়।
প্রেমে কর পরস্পর ভ্রাতৃ-ব্যবহার,
তার চেয়ে কিছুমাত্র সুখ নাহি আর।

জন্মভূমি।

১

যে দেশে জনম মোর বাস যেই দেশে,
যে দেশের বায়ু বহে নিশ্বাস প্রশ্বাসে ;
যে দেশের রবি তাপ বিতরে আমায়,
যে দেশের স্রোতস্বতী সলিল যোগায় ;
যার ফল শস্যে করি জীবন ধারণ,
যার বক্ষে সদা সুখে করি বিচরণ ;
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি জননী সমান।

২

যে দেশে কৃষক মম জীবিকার তরে,
পুড়িয়া ভানুর তাপে ভূমি চাষ করে ;
সাধিবারে আমাদের নানা প্রয়োজন,
যে দেশে বণিক্ করে বহু পর্য্যটন ;
যে দেশের লোক মোরে শিখায়েছে কথা,
পশু হইতাম যার হইলে অন্যথা :
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি জননী সমান !

৩

যে দেশে রয়েছে মম প্রিয় পরিবার,
স্নেহময় পিতা আর জননী আমার,
স্নেহের পুতুল সম ভাই ভগ্নী যত,
এক বৃক্ষে প্রস্ফুটিত কুসুমের মত,
যে দেশে খেলার সাথী আর বন্ধুগণ,
সুশোভিত আছে যেন নন্দন-কানন.
ধরাতলে আর কোথা আছে হেন স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি স্বর্গের সমান।

৪

যে দেশের গিরি নদী কত শোভা ধরে,
খনিমধ্যে জলে মণি, মুকুতা সাগরে ;
অতুল নক্ষত্র-শোভা সুনীল আকাশে,
নব জলধর সহ সৌদামিনী হাসে ;
যে দেশে কাননে শোভে কত মত ফুল,
কলকণ্ঠে গায় গীত বিহঙ্গম কুল ,
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান ?
সেই মোর জন্মভূমি স্বর্গের সমান।

৫

যার অন্ন জল খেয়ে শরীর জীবিত,
যার নামে ধরাতলে হই পরিচিত ;
যাহার গৌরবে কত সুখের উদয়,
যাহার পতনে হয় পতন নিশ্চয় ;
দূর দেশে থাকি যারে করিলে স্মরণ,
উথলে হৃদয়, আর ঝরে দু' নয়ন ;
তার তরে শরীরের রক্তবিন্দু দান
যে না করে, কৃতঘ্ন সে পশুর সমান

'বদর বদর'।

ছুটেছে নদীর জল,
ছল ছল কল কল,
সারি গেয়ে, দাঁড়া নেয়ে, বে'য়ে যায় তরী
'বদর বদর' ব'লে
দাঁড় ফেলে সবে মি'লে,
পিছনে ব'সেছে মাঝি হাতে হা'ল ধরি।

শিশুগণ তটে থেকে,
মাঝি ভাই ব'লে ডাকে,
মাঝি না ফিরিয়া চায় অবহেলা করি,
'বদর বদর' ব'লে
দাঁড় ফেলে সবে মি'লে,
সারি গেয়ে, দাঁড়া নেয়ে, বেয়ে যায় তরী।

আকাশ মেঘেতে ভরা,
আঁধারে ঢেকেছে ধরা,
তুফান আসিতে পারে, তাই দড়বড়ি,

কোন দিকে নাহি চেয়ে,
তুফান মাথায় ল'য়ে,
সারি গেয়ে, দাঁড়া নেয়ে, বেয়ে বায় তরী।

বর্ষারম্ভ।

আবার পাকিল আম কাঁটাল গোলাপ জাম,
জামরুল লিচু আনারস ;
ফুটিল কদম-ফুল, ডাক ছাড়ে ভেককুল,
তরু লতা হইল সরস ;
প্রখর রবির করে, প্রাণ ছটফট্ করে,
দর দর ছুটে গায়ে ঘাম ;
মরে লোক পিপাসায়, ঘটী ঘটী জল খায়,
কোথা কেহ না পায় আরাম।
গ্রীষ্মে করে হাঁস ফাঁস, অঙ্গে নাহি থাকে বাস,
আগুনের মতন বাতাস,
ভ্যান্ ভ্যান্ করে মাছি, শীতকাল এলে বাঁচি,
হেন মনে হয় অভিলাষ।
কিন্তু বিধাতার ভাই, গুণে বলিহারি যাই,
চেয়ে দেখ আকাশের পানে ;

নবীন মেঘের ঘটা, কিবা বিজলীর ছটা,
চাতকেরা ধায় বারিপানে।
হারাইয়া পরমায়ু, যেন মরেছিল বায়ু,
মেঘ তারে করিল সচল ;
চড়িয়া বসিল কাঁধে, গরজিয়া মহানাদে,
ঢালিতে লাগিল শেষ জল।
তাহার গম্ভীর রবে, ভয়ে জড়সড় সবে,
যেন কামানের গোলা ছুটে :
জননীর গলা ধরি, কাঁপে শিশু থরহরি,
মা বলিয়া কেঁদে কেঁদে উঠে।
হানে বজ্র কড়কড়, শিল পড়ে চড় চড়,
ঝরে যেন বন্দুকের গুলি।
বালকেরা খেলা ছাড়ি, ভিজে ভিজে তাড়াতাড়ি,
কুড়াইয়া মুখে দেয় তুলি।
আহা কি বিধির সৃষ্টি ! দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি,
শীতল করিল ধরাতল ;
ভেসে গেল খাল বিল, মাছ নড়ে বিল্ বিল্,
আনন্দিত কৃষকের দল।
গঙ্গায় নামিল ঢল, রাঙ্গা হ'ল কাল জল,
তাহার উপরে ভাসে তরী ;

সারি সারি পাল তুলি, ওড়ে যেন পাখীগুলি,
ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়ে ধরি।
যেমন গ্রীষ্মের শেষে, জলে দেশ যায় ভেসে,
আঁধারের পর আলো হয়।
তেমনি জানিবে সবে, অবশ্য অবশ্য হবে,
দুঃখের পরেতে সুখোদয়।

সোনার কুঠার।

কাঠুরিয়া নদীতট-তলে
গাছে কোপ মারিছে সবলে।
সহসা কেমনে হায়,
হাত পিছলিয়া যায় ;
অমনি কুঠার পড়ে জলে !
ডাকিয়া সে জলদেবতায়,
বলে, "প্রভু ! কি করি উপায় ?
যদি কৃপা চোখে চাও,
কুঠার তুলিয়া দাও,
চিরদিন বাঁধা রব পায়।"

শুনি তার কাতর রোদন,
গলে' গেল বরুণের মন।
পরীক্ষা-প্রয়াসী হ'য়ে,
সোনার কুঠার ল'য়ে,
সমুখেতে দিলা দরশন।

কাতরে সে কাঠুরিয়া কয়,—
"সোনা এ যে দেখি, মহাশয়!
সারাদিন খেটে খুটে,
পেটে ভাত নাহি জুটে;—
এ কুঠার মোর কভু নয়!"

আনি তবে রূপার কুঠার
বরুণ ধরিল আরবার।
কাঠুরিয়া চোখে জল,
বলে, "প্রভু! ছাড় ছল;
দেবতার এ নহে বিচার।"

লোহার কুঠারখানি তবে
বরুণ ধরিলা আনি' যবে,

বলে সে হরষে ভোর
“এই বটে ; বটে মোর,
কৃপা তব চির মনে রবে।”

হেরি’ তার সাধু আচরণ
জলদেব কহিলা তখন,
“সাধুতার পুরস্কার—
স্বর্ণময় এ কুঠার
তোমারেই করিনু অর্পণ।”

হাতে লয়ে সোনার কুঠার
সাধু গেল গৃহে আপনার।
শুনিয়া সাধুর কথা
ধূর্ত্ত এক এল তথা ;—
এমনি ছলনা দুরাশার !

গিয়া সেই পাদপের তলে
কুঠার তুলিয়া ধরে ছলে ;
এ দিকে সে দিকে হেরে,
দুই চারি কোপ মেরে,
ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল জলে।

ডাকি তবে জল-দেবতারে
বলে সে কুঠার তুলিবারে।
দেবতা রহস্য জানি,
সোনার কুঠার আনি,
সেই মত দেখাইল তারে।

সোনা দেখি পুলকিত-কায়,
অমনি সে ধরিবারে যায়।
বরুণ হাসিয়া বলে,—
"ওরে মূর্খ! মোরে ছলে
হেন নর কে আছে কোথায়?"

ভেঙ্গে দিয়া কপটের ছল,
বরুণ পশিলা জলতল।
কুঠার হারায়ে হায়,
কাঁদিয়ে সে ফিরে যায়,
সমুচিত পেয়ে প্রতিফল।

রাখাল

রাখাল গোপাল লয়ে গোচারণে যায়,
হাতেতে পাঁচন-বাড়ি টোকাটি মাথায় ;
মাল-কোঁচা কটি-তটে, কোঁচড়েতে চা'ল,
'ধেই ধেই' করি গরু করিছে সামাল।
শামলী ধবলী রাঙী কেমন দেখায়,
খুঁটি খুঁটি ঘাস খায়, গুটি গুটি যায় ;
এক পা দুই পা যায় মাছি লাগে গায়,
শিঙ্ ঝাড়ে, মাথা নাড়ে, লাঙ্গুল দোলায় ;
বার বার আপনার শরীর কাঁপায়,
বসিতে না পারে মাছি উড়িয়া বেড়ায় ;
ডাইনে বামেতে ফিরে সোজা নাহি চলে,
নতুন নতুন ঘাস খায় দুই চলে।
কুটি কাটি নাহি মাঠে, অতি নিরমল,
নীহারে ভিজান তৃণ, সুচারু শ্যামল,
কাঁথার মতন পুরু, কেমন কোমল,
তূলার তোসকে যেন ঢাকা মখমল,
তরুণ তপন-আভা খেলে তদুপরি,
চক্ চক্ করে মাঠ যে দিকে নেহারি।

দেখিতে দেখিতে রবি গগনে উঠিল,
দেখিতে দেখিতে মাঠ ঝকিতে লাগিল।
তরুরে তাড়না করি বায়ু যায় চলি,
শাখীর কোলেতে পাখী করিল কাকলী।
সরোবরে তর-তর করে নীল জল,
কাঁপিল কমল-পাতা, কলমীর দল,
পুকুরের পাড় ছাড়ি চলিল গোপাল,
বটতলা পিছে ফেলি ধরিল জাঙাল।
রাখাল দাঁড়ায়ে রয় বট তরু ঘিরে,
গোচারণ-মাঠে গাভী চরে ধীরে ধীরে।

নিষ্ঠুর বালকের প্রতি।

ছি ছি, ও কি কর, এস নিবারণ,
এস নিবারণ, ফিরে;
চোর নও তবু চোরের মতন,
কোথা যাও ধীরে ধীরে!
ঘাসবনে এত রোদে দাঁড়াইয়া,
সাবধানে দুটি হাত বাড়াইয়া

ধর কেন ? ছি ছি যেওনা যেওনা—
ধ'রো না ফড়িঙটিরে।
এই ওড়ে, এই বসে আর বার,
উটি সুখী জীব অতি,
নিরীহ ফড়িঙ—কখনো তোমার
করে না কিছুই ক্ষতি ;
বল শুনি, তবে কিসের কারণ,
উহারে বধিতে এত আয়োজন ?
প্রাণে কি তোমার নাহি নিবারণ,
দয়া মায়া এক রতি !
ধরিলে হাতের চাপনে পড়িবে
ব্যথায় কাতর হ'য়ে,
হয় ত জ্বালায় অমনি মরিবে
ক্ষণেক যাতনা স'য়ে,
নয় ত ছিঁড়িবে পাখা সুকুমার,
উড়িতে পতঙ্গ না পারিবে আর,
ছি ছি, নিবারণ, কি খেলা তোমার,
জীবের জীবন ল'য়ে !

চাষার অহঙ্কার।

অট্টালিকা নাহি মোর, নাহি দাস দাসী,
ক্ষতি নাই, নহি আমি সে সুখ প্রয়াসী।
আমি চাই ছোট ঘরে বড় মন লয়ে,
নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে।
পরের সঞ্চিত ধনে হ'য়ে ধনবান্,
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান!
শৈশব না যেতে শিখিয়াছি যেই কাজ,
সেই ত গৌরব মোর তাতে কিবা লাজ?
শৈশব না যেতে পিতা সঙ্গে সঙ্গে ক'রে,
তাঁহার শ্রমের সাথী করিলেন মোরে।
খাটিতে খাটিতে বেলা হ'তো দ্বিপ্রহর,
বহিত সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম দর দর।
তথাপি পিতার মোর না পূরিত আশ,
করিতে ক্ষেতের কাজ কতই উল্লাস!
তার পর দুই জনে আসিতাম ঘরে,
সরলা জননী মোর এসে ত্বরা ক'রে,
বসিতে আসন দিয়ে পাখার বাতাসে
করিতেন শ্রান্তি দূর তুষি মিষ্ট ভাসে;

দিতেন ক্ষুধায় অন্ন প্রসন্ন অন্তরে
কি মিষ্ট যে সেই অন্ন বলিব কি ক'রে !
অন্ন জলে ক্ষুধা তৃষ্ণা করি নিবারণ,
পুনঃ করিতেন পিতা স্বকার্য্যে গমন।
পিতার শ্রমেতে লক্ষ্মী বাঁধা ছিল ঘরে,
হয় নাই কোন ক্লেশ দিনেকের তরে !
পেয়েছি যে শিক্ষা আমি থাকি তাঁর সনে,
সেই সম্পত্তি মোর ভাবি এ জীবনে।
পরের সম্পত্তি পেয়ে ইন্দ্রিয়-সেবায়
আলস্যে নিদ্রায় যার দিন কেটে যায়,
কে তারে মানুষ বলে ? হোক না সে ধনী,
তারে আমি মানুষের মধ্যে নাহি গণি।
বেঁচে থাক্ কাস্তে মোর, থাকুক লাঙ্গল ;
কারে ডরি, দেহে আছে যত দিন বল।
এই আশীর্ব্বাদ শুধু করুন ঈশ্বর,—
ধর্ম্ম-পথে থাকি, শ্রমে না হই কাতর ;
আনিয়া শ্রমের অন্ন নিজ মুখে দিব,
যথাশক্তি দশ জনে ডাকি খা'য়াইব।

চাঁদ।

"আকাশে উঠেছে চাঁদ হীরার বরণ,
আয় রে গোপাল, এসে কর্ দরশন।"
"কই মা, কই মা চাঁদ?" বলিতে বলিতে,
গোপাল আসিল ছুটি ভিতর হইতে।
গোপালে লইয়ে কোলে জননী তখন,
বলিলেন,—"ওই চাঁদ হীরার বরণ!
গাছের ভিতরে থেকে ওই দেখা যায়,
ধীরে ধীরে ওঠে চাঁদ আকাশের গায়।"
"বেশ চাঁদ—বেশ চাঁদ!" গোপাল বলিল;
গোপালের চুমো খেয়ে জননী হাসিল।
হাসিতে হাসিতে মাতা গোপালেরে বলে;—
"ওরে চেয়ে ভাল চাঁদ দোলে মোর কোলে।"
"কই মা সে চাঁদ?" বলে গোপাল তখন।
মা বলে,—"সে চাঁদ তুই, ওরে বাছাধন!"

ঈশ্বর।

কে রচিল, এ বিশাল পৃথিবী সুন্দর,
আকাশের চাঁদ আর নক্ষত্র-নিকর ?
কাহার আদেশে রবি লোহিতবরণ,
প্রভাতে উঠিয়া, করে আলো বিতরণ ?
শীতল বাতাস আসি কাহার কৃপায়,
ধীরে ধীরে সকলের শরীর জুড়ায় ?
জান কি, রে শিশু ! তুমি কার দয়াবলে,
সুখে বাস করিতেছ, এই ভূমণ্ডলে ?
ঈশ্বর তাঁহার নাম, বড় দয়াময়,
পরম আরাধ্য তিনি, মঙ্গল আলয়।
তাঁহার কৃপায় আছে, বাঁচি জীবগণ,
সকলেরে সদা তিনি করেন পালন।
ভক্তিভরে যোড় করে, মিলি জনে জনে,
প্রণিপাত কর, শিশু ! তাঁহার চরণে।

সুবর্ণ ও লৌহের বিবাদ।

কৈলাস-শিখর মধ্যে যত ধাতু ছিল.
তার মধ্যে লৌহ আসি স্বর্ণকে নিন্দিল।
"নিগুর্ণ হইয়া কর রূপের গৌরব,
শিমূলের ফুল তুমি, নাহিক সৌরভ।
নিগুর্ণ হইয়া যেই বাঁচে পৃথিবীতে,
উচিত না হয় তার মুখ দেখাইতে।"
অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য সহ্য নাহি হয়,
সর্পের মস্তকে যেন ভেকে প্রহরয়।
স্বর্ণ বলে, "লৌহ! তুমি হীনবর্ণ হও,
আমার সঙ্গেতে যুঝ, সমতুল্য নও।
ত্রিভুবন মধ্যে আমি উত্তম ভূষণ,
উত্তম বলিয়া সবে করে আকিঞ্চন।
তোমাতে আমাতে চল সভামধ্যে যাই,
কাহাকে আদর করে বুঝিব বড়াই।"
এ কথা শুনিয়া লৌহ ক্রোধানলে জ্বলে,
আপন গৌরব করি স্বর্ণে কিছু বলে।
আমি যাই ক'রে দিই তোমার নির্ম্মাণ,
তাই সে সকলে করে তোমার সম্মান।

দেউল জাঙ্গাল আদি দীঘি সরোবর,
আমি সে খনন করি পর্ব্বত-শিখর।
অরণ্য কাটিয়া আমি নগর বসাই,
দেখ দেখি কি প্রকারে তরণী সাজাই!
আমার প্রভাবে শস্য সর্ব্বজীবে খায়,
আমা হ'তে সর্ব্ব লোক ভয়ে ত্রাণ পায়।
আমা ছাড়া কোন্ কর্ম্ম আছে পৃথিবীতে?
মূর্খ তুমি, তাই চাও আমারে জিনিতে!
সভামধ্যে যেতে বল, কোথা যাবে চল,
সহজে দুর্ব্বল তুমি সোহাগাতে গল।
কিঞ্চিৎ ক্ষমতা যদি থাকিত তোমার,
তা হ'লে নখরে ক্ষিতি করিতে বিদার।"

একথা শুনিয়া স্বর্ণ আরক্ত-লোচন,
সন্ধ্যাকালে, সূর্য্য যেন লোহিত বরণ।
স্বর্ণ বলে,—"কালবশে সব হইল হত,
নীচ হৈল উচ্চগামী, উচ্চ হৈল নত।
যাহারে দেখেছি পূর্ব্বে অশ্ব-পদতলে,
সেই ব্যক্তি কটু উক্তি আমারে যে বলে।
তোমাতে আমাতে দূর লক্ষৈক যোজন,
ভূপতির শিরে আমি মুকুট ভূষণ।

মনুষ্য-শরীরে আমি সদা অলঙ্কার,
যতনে রেখেছে মোরে গলে করি হার।
মণি মুক্তা প্রবালাদি যত রত্ন আছে,
আমাতে জড়িত হ'য়ে উজ্জ্বল হয়েছে।
সূর্য্যের কিরণ হ'তে উজ্জ্বল বরণ,
দেখ মোর, হবে তব সফল নয়ন।
আমি যার ঘরে থাকি হইয়া সদয়,
আমার প্রসাদে তার দারিদ্র্য না রয়।
লৌহ ছাড়া কোন কর্ম্ম নাহি পৃথিবীতে,
এখনি কহিলি তুই আমার সাক্ষাতে।
সত্য বটে, সিঁদ কাটি তস্করের করে,
জীবহিংসা হেতু আছ কসায়ের ঘরে।
চর্ম্মকার-গৃহে আছ নানা অস্ত্র হয়ে,
প্রাণি-হিংসা হেতু আছ পৃথিবী ব্যাপিয়ে
হিংসকের দুরবস্থা পদে পদে হয়,
বেহায়া হিংসক তবু হিংসা না ছাড়য়।
হিংসা-পাপ মন্দ অতি কভু নহে ভাল,
হিংসার কারণে তোর বর্ণ হ'ল কাল।
হিংসার কারণে তোর অল্পমূল্য হ'ল,
ধাতুগণ মধ্যে অতি জঘন্য করিল।"

শুনিয়া স্বর্ণের কথা লৌহ ক্রোধে কাঁপে,
নিজের গুমর করি কহে বীরদাপে।
"ওজন যাহার হয় রতি, মাষা, ধান,
সেই জন হ'তে যায় আমার সমান।
আপন ওজন লোকে বুঝে যদি চলে,
উত্তম বলিয়া তায় সকলেই বলে।
না বুঝে তা, মিছে যেই করে অহঙ্কার,
মনে মনে হাসে সবে রঙ্গ দেখে তার।
স্বর্ণ না থাকিলে পৃথ্বী অনায়াসে চলে,
লৌহ না থাকিলে মহী যায় রসাতলে।
পথে যেতে স্বর্ণ তুমি সঙ্গে থাক যার,
রক্ষা কি করিবে? তার প্রাণ বাঁচা ভার।
আমারে লইয়া যাক্, লিখে দিতে পারি,
যদি তার বিঘ্ন হয়, বৃথা নাম ধরি।
দুষ্টের দমন আর মহতের হিত,
সর্ব্বকালে আছে মোর কুলে এই রীত।
দুষ্টমতি দশাননে করিয়া সংহার,
আমিই ত করিলাম সীতার উদ্ধার।
দুরাচার দুর্য্যোধনে নাশিলাম রণে,
যুধিষ্ঠিরে বসালাম রাজার আসনে।

তুমি কি ক'রেছ, স্বর্ণ, পরিচয় দাও ;
শুধু কি দেখায়ে রূপ বড় হ'তে চাও ?
জান না গুণের যশ ধরা যুড়ে গায়,
কোকিল যে কাল, তাতে কিবা আসে যায় ?'

শিমুল-ফুল ও শিশুগণ।

কি শোভা হয়েছে মাঠে শিমুলের ফুলে
চল ভাই সবে যাই আনি গিয়া তুলে।
তুলি ফুল গাঁথি মালা পরিব গলায়,
কেমনে সাজিব সবে সুন্দর মালায়।
অরুণ-বরুণ ফুল চারি দিকে শোভে,
দূর হ'তে হেরি শোভা মন ভোলে লোভে
প্রবাল-মালার মত পরি কুতূহলে,
নাচিব গাইব সবে শিমুলের তলে।
শিশুগণ এইরূপ বলিতে বলিতে
চলে হরষিত চিতে নাচিতে নাচিতে।
দেখে ফুল প'ড়ে আছে গাছের তলায়,
গন্ধ নাই ঘ্রাণ তাই না পরশে তায়।

হেন কালে পান্থ এক শিশুদলে বলে,
ভুলেছিলে বাহিরের শোভায় সকলে।
সার কথা কহি শুন ওহে শিশুগণ,
শোভায় নয়ন ভোলে, গুণে ভোলে মন।
এই যে শিমুল-ফুল দেখিতে সুন্দর,
গন্ধ নাই ব'লে লোকে করে অনাদর।
নিগুর্ণের পরিচয় যাবৎ না হয়,
তাবৎ সে শোভা পায়, যদি দূরে রয়।

ছোট পাখী।

ছোট পাখী, ছোট পাখী, এস মোর কাছে,
পরিপাটী খাঁচা এক তোমা তরে আছে!
সুকোমল মখমল দিব শয্যা পেতে,
পাকা পাকা মিষ্ট ফল পাবে তুমি খেতে!
না ভাই, যাব না আমি তরুলতা ছাড়ি;
সুন্দর কাননে মোর আছে ঘর বাড়ী;
উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি,
হ'লেও সোনার খাঁচা ভাল নাহি বাসি।

ছোট পাখী, ছোট পাখী, কোথা তুমি যাবে ?
আকাশ কানন ভূমি যবে শীতে ছা'বে,
কুয়াসা ঢাকিবে ধরা, কষ্ট পাবে ভাই ;
আগে থেকে ছোট পাখী, ডাকিতেছি তাই ।
না ভাই, ডেক না মোরে, শীত ঋতু এলে,
অন্য দেশে যাব চ'লে তোমাদের ফেলে ;
বসন্ত আসিলে ফিরে আসিব চলিয়া,
মাতাব সবারে পুনঃ সঙ্গীত ঢালিয়া ।
ছোট পাখী, ছোট পাখী, কে তোমারে ভাই,
লয়ে যাবে দূর দেশে, বল শুনি তাই ।
সাগর ভূধর পারে একা যেতে আছে ?
তাই বলি ছোট পাখী, এস মোর কাছে ।
না, না ভাই, একা নহি, আছেন ঈশ্বর,
তাঁহার উপরে মোর সদাই নির্ভর।
বায়ু সম স্বাধীনতা দিয়েছেন মোরে,
সুখে গেয়ে ফিরি তাই দেশ দেশান্তরে ।

পারিব না।

'পারিব না' এ কথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।
পাঁচ জনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার কর পরখ তাহার,
এক বারে না পারিলে দেখ শত বার।

'পারিব না' ব'লে মুখ করিও না ভার,
ও কথাটি মুখে যেন না শুনি তোমার।
অলস অবোধ যারা,
কিছুই পারে না তারা,
তোমায় ত দেখিনাক তাদের আকার,
তবে কেন 'পারিব না' বল বার বার।

জলে না নামিলে কেহ না শিখে সাঁতার,
হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়,
সাঁতার শিখিতে হ'লে,
আগে তবে নাব জলে,

আছাড়ে করিয়া হেলা হাঁট আর বার,
'পারিব' বলিয়া সুখে হও আগুসার।

মৃণালিনী।

"মৃণাল! চলিনু বিদেশে মা আজ"—
মৃণালের পিতা বলিল তায়,
"কেন যাবে বাবা?"—সুধাল বালিকা,
উছলিল আঁখি, কাঁপিল কায়।
কমল-কলিকা বালিকা-আনন
যতনে চুমিলা জনক তার—
"তোর লাগি যাব আনিতে মা ধন,
তুই বিনা মোর কে আছে আর।"
"বল, বাবা বল কি করে ধনেতে"—
আবার পুছিলা সরলা বালা।
"যার যাহা সাধ পারে মা কিনিতে—
ধনে আনা যায় হীরার মালা।
বল, মৃণালিনী, বল মা আমায়
কি আনিব আমি তোমার তরে?"

স্নেহের ফোয়ারা উথলিল প্রাণে
লয়ে তায় বুকে হরষ ভরে।
"সব আনা যায় ?"—সুধা'ল বালিকা ;—
সরোজ-বদন হাসিল তার,
"এনো তবে বাবা ! দাদারে ফিরা'য়ে
একেলা খেলিতে পারিনে আর !
কোন্ দেশে গিয়ে আছে দাদা ভুলে,
দিন গেল তবু এল না হায়,
কাটে না যে দিন দাদা বিনা মোর,
চোখে আসে জল না হেরে তায় !"
ফিরাইল মুখ জনক তখন,
ভাসিল আনন নয়ন-নীরে ;—
হায় রে বালিকা ! কালে যারে লয়—
ধন দিলে সে কি আসে গো ফিরে ?"
বলিল মৃণাল—"কেঁদো নাক বাবা !
কাজ নাই এসে দাদার তরে ;
আমি ত শিখেছি একেলা খেলিতে—
বল বাবা তুমি ফিরিবে কবে ?"

নদী ।

পাহাড়ের'পরে পাথরের ঘরে
আমার জনম-স্থান ;
বিজনে যেথায় বায়ু ব'হে যায়
বহিয়া বিহগ-গান ।
যেথা ফুলরাশি ফুটে হাসি হাসি
আপনি ঝরিয়া যায় ;
ফুলে ভরা লতা গাছভরা পাতা
ফুলবাস ভরা বায় ।
যে দিকে তাকাই জনপ্রাণী নাই
শুধু সবুজের খেলা ,
আপনার মনে আমি সে বিজনে
খেলিতাম সারা বেলা ।
স্নেহ-বারিধারে কঠিন পাথরে
ভিজায়ে দিয়াছি আমি ;
নবতৃণগুলি জাগাইয়ে তুলি
আসিয়াছি ধীরে নামি ।
আমার পরশে ফুটেছে হরষে
গাছে গাছে কত ফুল ;

সলিল তুলিয়ে দিয়েছি ভিজায়ে
কত কলিকার মূল।
পাথরে পাথরে খেলা ক'রে ক'রে
ছাড়িয়ে পাহাড় দেশ,
হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে
নামিয়া এসেছি শেষ।
খুঁড়ি খুঁড়ি মাটি নিজ পথ কাটি
বহিয়া এসেছি দূরে;
নিশার আঁধারে খর রবি-করে
কত দেশ ঘুরে ঘুরে।
কত বন দিয়ে এসেছি বহিয়ে
ঝরা-ফুলরাশি লয়ে;
পাতা ঝ'রে ঝ'রে পড়ে জল'পরে
সাথে আনিয়াছি বয়ে।
কত ক্ষেতে গিয়ে সলিল ঢালিয়ে
উর্ব্বর ক'রেছি তারে;
সোনার ফসল, ফ'লেছে কেবল
আমার পথের ধারে।
নগরী নগর কত মনোহর
উঠেছে আমার কূলে;

সৌধমালা কত হয়েছে উন্নত
গগণে মস্তক তুলে।
ধন ধান্য লয়ে আসিয়াছে বেয়ে
কত নৌকা অবিরাম,
শিল্প ও সভ্যতা উদিয়াছে তথা,
জগতে হয়েছে নাম।
সে সব দেখিয়া চ'লেছি বহিয়া
সাধিতে আপন কাজ ;
অনুরাগ ভরে যাই ত্বরা ক'রে
মিশিতে সাগর মাঝ।

শিশুর সঙ্কল্প।

পড়িতে এসেছি— ভাবিব এখন
শুধুই পড়ার ভাবনা ;
এ কথা সে কথা ক'ব না এখন,
এ দিকে সে দিকে যাব না।
এখন এ কথা সে কথা কহিলে,
অথবা এ দিকে সে দিকে চাহিলে,

পাব না শুনিতে গুরুর বচন,
বুকে তা ধরিতে পাব না,—
এ কথা সে কথা ক'ব না এখন,
এদিক সেদিক চা'ব না।
লেখা পড়া শিখে, যশ মান ধন
পায় লোক সুখ কত না ;
না শেখে যে তার জীবনে মরণ,
ভোগে নানা দুখ যাতনা।
যার কাছে শুনি সেই মোরে কয়—
এই লেখা পড়া শেখার সময় ;
বিফলে এ কাল করিলে যাপন
আর ত ফিরিয়ে পাব না,—
পড়িতে এসেছি— ভাবিব এখন
শুধুই পড়ার ভাবনা।

শ্রম।

মধুমক্ষিকারা দেখ কত শ্রম করে,
ব’সে নাহি রয় এক মুহূর্ত্তের তরে।
ফুলে ফুলে ভ্রমি মধু করে আহরণ,
দেখিলে তাদের শ্রম জুড়ায় নয়ন।
মধুপ কেমন দেখ বাঁধে থাকে থাক,
কেমন কৌশলে করে আপনার চাক।
ফুল হ’তে শ্রমে মধু আহরণ করি,
মন-সুখে কোষে কোষে রাখে তাহা ভরি।
দেখ পিপীলিকাগণ কত শ্রম ক’রে,
আহার সঞ্চয় করে অকালের তরে :
অসময়ে ব’সে খায় রহে নিজবাসে,
সবে মিলি সুখে থাকে মনের উল্লাসে।
শ্রমে দেহ দৃঢ় হয়, শ্রমে হয় বল,
শ্রমে ধন, শ্রমে জ্ঞান, শ্রমেতে সকল।
কোন্ বস্তু বল হে দুর্লভ তার কাছে,
নিরুপম শ্রমধন কাছে যার আছে।
শ্রম বিনা কিছুমাত্র না ঘুচিবে দুখ,
তাই বলি শ্রম কর, পাবে সব সুখ।

উপদেশ

দেখি এই চরাচরে, যে যেমন কর্ম্ম করে
তেমন সে ফল তার পায় ;
যে চাষা আলস্য-ভরে বীজ না বপন করে
পক্ক শস্য পাবে সে কোথায় ?
যদি তব শক্তি থাকে, পড়িতে দেখহ যাকে
হাত ধ'রে তোল তোল তারে ;
তা না হ'লে তুমি যবে ভূতলে পতিত হবে,
কে তখন তুলিবে তোমারে ?
যদি তুমি ওহে ধীর, ব্যথিতের অশ্রু-নীর
নিজ করে না কর মোচন ;
তব অশ্রু নিরখিয়া, দুখী হবে কার হিয়া,
কে তাহা করিবে নিবারণ ?

সম্পূর্ণ